সাদ্দাম, মুসলিম উম্মা এবং ইসলামী ভাইরাস

সাঈদ কামরান মির্জা
syed_mirza@hotmail.com

পৃথিবীর অন্যতম নিষ্ঠুর এবং নির্মম ডিক্টেটর সাদ্দামের গ্রেপ্তারের খবরে সারা বিশ্বে খুশি এবং স্বস্তির বাতাস বয়ে গেছে। কিন্তু, মুসলিম বিশ্বে শোকের তুফান বয়ে গেছে এবং সারা মুসলিম বিশ্ব আজ বিস্মিত, স্তম্ভিত এবং শোকাচ্ছন্ন। সারা আরব জাতি আজ (*কেবল ইরাকি কার্ডস এবং শিয়াদের ছাড়া*) অপমানিত (Humiliated), বিদ্ধস্ত এবং শোকাচ্ছন্ন। একজন মরোক্কান জার্নালিষ্ট বলেন, ‘‘ আরবগণ এবং মুসলিমগণ এই অপমান কখনো ভুলতে পারবে না।’’ পালেস্টাইনীরা তো বলতে গেলে বিলাপ করছে সাদ্দামের জন্য। পালেস্টাইনের মুসলিমগন সাদ্দামকে তাদের সবচেয়ে বড় মিত্র এবং ইসলামের একজন বড় বীর (Hero) হিসেবে দেখে এসেছে এতদিন। এবং গত কয়েক দশক ধরে প্যালেস্টাইনী মুক্তিযুদ্ধারা সাদ্দামকে তাদের মুক্তির প্রতিক এবং চেতনার উৎস (Symbol of their resistance) হিসেবে দেখে এসেছে। অনেক স্বাধারণ আরবরা সাদ্দামের গ্রেপ্তারের খবরকে প্রথমে বিশ্বাসই করতে চায় নাই। অনেকেই মনে করেছে আমেরিকানরা মিথ্যা কথা বলছে। অনেক পালেস্টাইনী মনে করে—একজন আমেরিকান ডাক্তার দ্বারা সাদ্দামের স্বাস্থ্য -পরীক্ষার দৃশ্যটি ছিল সবচেয়ে অপমান জনক।

জর্দানের একদল আইনজীবী আবার ঘোষনা দিয়েছে (আল জাজিরা সংবাদমতে) যে তারা সাদ্দামের পক্ষে আদালতে লড়াই করবেন। তারা বলেন, ‘‘সাদ্দাম হোসেন আরব জাতীয়তাবাদের এক মুর্ত প্রতিক।’’ কি আর্শ্চয্য ব্যাপার, সাদ্দামের মত একজন কসাই রাজার জন্য আরব উকিলগন সঙ্গবদ্ধ হয়ে লড়বেন!

ঐ দিকে, বাংলা দেশের মুমিন মুসলিমরা সাদ্দামের গ্রেপ্তারের খবরে একেবারে শোকে ভেঙ্গে পড়েছে। সাদ্দামের গ্রেপ্তারের পরে বেশ কিছুদিন বাংলাদেশের দৈনিক পত্রিকা গুলোর প্রধান খররই ছিল এই সাদ্দামের গ্রেপ্তার বিষয় নিয়ে। খবরের ধরন দেখে মনে হয়েছে যেন বাঙ্গালীজাতির কোন মহান, ন্যায়পরায়ন এবং জনদরদি নেতা কোন এক অত্যাচারী সেনাবাহিনী দ্বারা গ্রেপ্তার হয়েছে। পত্রিকাতে সুধু কান্নাকাটি এবং আহাজারিতে ভরা এবং সকলের কন্ঠেই কেমন যেন প্রবল বেদনার সুর। ইনকিলাব পড়ে মনে হয়েছে সাদ্দাম ছিল একজন অতি ন্যায়পরায়ন নেতা এবং সমগ্র-মুসলিম জনতা শোকে ভেঙ্গে পরেছে তাদের প্রাণপ্রিয় নেতার গ্রেপ্তারের খবর শুনে। ইনকিলাবের হেড-লাইন, ‘‘সারা বাঙ্গালি জাতি আজ শোকে আচ্ছন্ন।’’ অনেকে আবার মনে করছে এই গ্রেপ্তারের খবর হল আমেরিকানদের কারসাজি; অর্থাৎ সাজানো ঘঠনা মাত্র। প্রথম আলোর প্রথম পৃষ্টার খবর ছিল, ‘‘সাদ্দাম গ্রেপ্তার সাজানো নাটক মাত্র’’। এই পত্রিকার খবর অনুযায়ী প্রায় ৮০% বাঙ্গালী মুসলিম এই খবর বিশ্বাসই করে না। অনেক আহাজারি করে বলছে, ‘‘একজন মুসলমান হয়ে কেমন করে বিশ্বাস করি সাদ্দাম ধরা পড়েছে?’’ তারা আরও বলছে, ‘‘সাদ্দামকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলা হলে মুসলিম জাহান বিভক্ত হয়ে যাবে, এজন্যই আমেরিকা বুদ্বি খাটিয়ে এ’কাজ করেছে, আসলে গ্রেপ্তার হওয়া লোকটি আসল সাদ্দাম নয়।’’ ইনকিলাবের খবরে বলা হয়েছে যে ১৬০ কোটি মুসলিম সাদ্দামের গ্রেপ্তারের নিন্দা করছে এবং সাদ্দামের নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করছে। ইসলামী ঐক্যজোটের উদ্দোগে ঢাকার রাজপথে বিরাট বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়েছে সাদ্দামের সাপোর্টে। সাদ্দাম কত ভাগ্যবান, বাঙ্গালি-জাতির অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবকে পাকসেনারা গ্রেপ্তারের পরও বাঙ্গালীরা এমন একটি মিছিল বের করেনি।

ঢাকায় তীব্র বিক্ষোভ

(ঢাকার রাজপথে বাঙ্গালী-মুমিন মুসলিমদের জঙ্গি মিছিল)

জন কন্ঠের ষ্টাফ রিপোর্টার সবচেয়ে চমকপ্রদ খবর দিয়েছেন। ঢাকার কোন এক ডাক্তার পন্ডিত এক অভিনব ফতোয়া দিয়েছেন যে আমেরিকানরা নাকি সাদ্দামের উপর অত্যাচার করেছে তাকে গ্রেপ্তাতারের সময়। তিনি বলেন, ''নিষ্ঠুর মার্কিনীরা একজন বিশ্বনন্দিত সাবেক রাষ্ট্রপ্রধানের উপর ভীষন নির্যাতন চালিয়েছে।'' কি স্বাংঘাতিক কথা! সাদ্দাম নাকি একজন 'বিশ্বনন্দিত প্রেসিডেন্ট'? বলে কি??? সাদ্দাম যদি হয় একজন বিশ্বনন্দিত নেতা তবে কুক্ষাত কসাই নেতা বলা যাবে কাকে? বেচারা সাদ্দাম আমেরিকানদের ডেইজী-কাটারের মারের চোটে টিকতে না পেরে তার রাজ প্রসাদ থেকে বেরিয়ে গত ৮/৯ মাস ধরে বনে-বাঁদারে, জঙ্গলে এবং ঈদুরের গর্তে দিন কাটিয়েছে; এবং খাওয়া-দাওয়া নেই, মশা-মাছি-পোকার কামড় খেয়ে অবস্থা একেবারে কেরাসীন। তাইত তার নুরানি রাজকীয় চেহারার এই করুন অবস্থা। বেচারা ৯ মাস পরে প্রথম একজন আমেরিকান সর্বাধুনিক ডাক্তার দ্বারা মেডিকেল চেক আপ এর সুযোগ লাভ করেছে। আর বাঙ্গালীরা বলছে সাদ্দামের উপর নাকি নির্যাতন করা হয়েছে। কত দরদ উৎলিয়ে পড়ছে এইসব বাঙ্গালীদের সাদ্দামের জন্য! কিন্তু কেন?

কে এই সাদ্দাম?

সম্মানিত পাঠকগন আসুন এবার আমরা একটু পর্যালোচনা করে দেখি কে এই সাদ্দাম যার জন্য মুসলিমদের এত সহানুভুতি ও আক্ষেপ? সাদ্দামের আসল পরিচয় এই পৃথিবীর খুব কম লোকেরই অজানা! অতি সংক্ষেপে বলা যায় যে সাদ্দাম হলেন এই পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে নিষ্ঠুর এবং ভয়ংকর অত্যাচারী রাজা। পৃথিবীর ইতিহাসের সেরা ৪/৫ জন নিষ্ঠুর শাসকদের মধ্যে সাদ্দাম হলো সর্বেসর্বা এবং সবচেয়ে ব্রুটাল। কারণ অন্য নিষ্ঠুর রাজাগন অত্যাচার করেছে স্বাধারনতঃ অন্য জাতি বা পার্শবর্তি দেশের লোকদের উপর। কিন্তু সাদ্দামের নিষ্টুরতা বেশি হয়েছে তার নিজের লোকের উপর। তার অত্যাচার চলেছে প্রায় চার দশক ধরে এবং সে কম করে হলেও দশ লক্ষ লোককে হত্যা করেছে। মজার ব্যাপার হল, এই দশ লক্ষ লোক সবাই কিন্তু ছিল মুসলমান। ইরাকের মাটিতে ২শ' ৭০টি গণকবরের সন্দ্ধান পাওয়া গিয়েছে যেখানে প্রায় ৩ লক্ষ মুসলমান কে জ্যান্ত কবর বা গুলি করে মাটিচাঁপা দেওয়া হয়েছে। এমন কোন নিষ্ঠুর কাজ বাকি ছিলনা যাহা সাদ্দাম করে নাই তার নিজের দেশের লোকদের উপর। ইরাকি জনগণের টাকায় সে ৫০টির বেশি অতি জম-কালো রাজপ্রাসাদ বানিয়েছিল তার নিজের উপভোগের জন্য; অন্যদিকে

তার অসঙ্খ্য প্রজারা দুবেলা ভালকরে খেতে পেত না, ভাল চিকিৎসাও পেত না। আধুনিক বিশ্বে আর কোন দেশের শাসক এরূপ রাজ প্রাসাদ তৈরী করার কল্পনাও করে নাই। এর কোন তুলনাই নেই এ পৃথিবীতে।

সে কুয়েত দখল করেছিল, ইরানের সঙ্গে ৮ বৎসর যুদ্ধ চালিয়েছিল (যাহাতে ১মিলিয়ন ইরানী এবং ৩ লক্ষ ইরাকি আদমসন্তান মারা যায় যাদের সবাই ছিল মুসলমান) এবং পার্শবর্তী সকল দেশের জন্য সাদ্দাম একটি হুমকি হয়ে দাড়িয়েছিল। এমনকি সে সারা বিশ্বের প্রতি একটি হুমকি হয়ে দাড়িয়েছিল। উপরের সাদ্দামের অত্যাচারের বিবরণ দেওয়া হল অতি সংক্ষেপে। **এখন বড় প্রশ্ন হল–তবুও এমন একজন কুক্ষাত মানুষের জন্য কেন সারা বিশ্বের মুসলমানদের এত সহানুভুতি, এত দরদ এবং এত হা-হুতাশ?**

ঘটনাটা কি?

একটু চিন্তা করলেই এই রহস্যের জট খুলবে। আসলে এটা হল মুসলিমদের উম্মাবাজী-রোগ। মুসলিমরা হল দুনিয়াতে ভাই ভাই এবং কোন বিধর্মী মানুষ মুসলিমদের ভাই হতে পারে না। এটাই মুসলিম ধর্মীয় কিতাবের শিক্ষা। আরও বড় ইসলামী শিক্ষা হল–‘ *একজন ভয়ংঙ্কর অত্যাচারী মুসলিম শাসক একজন অতি ন্যায়-পরায়ন অমুসলিম শাসকের চেয়ে অতি উত্তম।’* মুসলিমগন এটাকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে থাকে। সাদ্দাম যে আধুনিক বিশ্বের একজন সেরা অত্যাচারী এবং একজন ভয়ংকর কসাই রাজা ছিলেন তাতে কিন্তু মুসলিমদের মধ্যে কার মাথা ব্যথা ছিলনা মোটেই। কারণ শত হলেও সাদ্দাম ছিল একজন মুসলিম। মুসলিম অন্য একজন মুসলিমকে ঘৃনা করা যায় না সে যতই খারাপ মানুষই হউক না কেন। কারণ, মুসলিমগন ভাল মানুষ এবং খারাপ মানুষের মধ্যে তফাৎ দেখে না; তারা তফাৎ দেখে মুসলিম এবং অমুসলিমদের মধ্যে। এটাই কোরানের এবং ইসলামের বড় শিক্ষা। আরবগনও ভাল মানুষ বা খারাপ মানুষ কিছুই বুঝে না বা তা’নিয়ে মাথা ঘামায় না। তারা কে আরব এবং কে আরব নয় সেটা নিয়েই মাথা ঘামিয়ে থাকে বেশি। আমি হলফ করে বলতে পারি–আমেরিকা যাদি সাদ্দামকে ক্ষমতা থেকে না সরাত; তা’হলে সাদ্দাম আজীবন ইরাকের রাজা থাকত; তার পরে সাদ্দামের দুইপুত্র এবং তার নাতি-পুতিরাই ইরাক শাসন করত। আরও একশত বৎসর সাদ্দামের রাজত্ব থাকত। ইহার অন্যাথা হবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। আর কিংবদন্তির ইতিহাসে সাদ্দাম তুরস্কের সালাদিনের মত একটা চরিত্রে পরিণত হতেন মুসলিম ঐতিহাসিকদের দ্বারা। আর সারা মুসলিম বিশ্ব সাদ্দামের অত্যচার নিয়ে কোন কথাই বলত না। কারণ তার ঐ একটাই, সাদ্দাম একজন মুসলমান।

সাদ্দামের পতনের পর গত ৮/৯ মাস ধরে একের পর এক খবর বেরিয়েছে ইরাকি জন গনের উপর কি নিদারুন এবং অমানুষিক অত্যাচার করেছে সাদ্দাম। টর্চার-চেম্বার, শত শত গনকবর, ৫০টির বেশি রাজ-প্রাসাদ তৈরী, সাদ্দামের দুই ছেলের ultra-লাক্সারি জীবন, নারী ধর্ষন এসব কিছুই মুসলিম দের মন টলাতে পারে নাই। তারা এসব নিয়ে মোটেই কোন উচ্চবাচ্য করে নাই। কিন্তু গত ৮/৯ মাসে বিশ্বের প্রতিটি মুসলিম বা মুসলিম দেশ, মুসলিমগন যারা পশ্চিমা কাফের দের দেশে বাস করছে এবং আরব মিডিয়া (যেমন আল-জাজিরা) ব্যস্ত ছিল আমেরিকানরা ইরাকের উপর কিসব অচ্যাচার করেছে তার বিবরণ প্রাচারে। তারা সবাই হিসাবে ব্যস্ত ছিল আমেরিকান আক্রমনে ইরাকে কত হাজার সাধারণ মানুষ বা সিভিলিয়ান মারা গেছে ইত্যাদি নিয়ে। কেউ আহাজারি করছে ২/৩ হাজার নীরিহ ইরাকি মারা গেছে, আবার কেউ বলেছে ৫/৭ হাজার লোক মারা গিয়েছে। কিন্তু মজার ব্যাপার হল–সাদ্দাম যে প্রতি বৎসর কমকরে হলেও ৩০/৪০ হাজার ইরাকিদেরকে বলি দিত তার গদী ঠিক রাখার জন্য সে রকম কোন কথাই তারা মুখে আনে নাই। যেন এটা কোন ধর্তব্যের ব্যাপারই না।

আসলে ইসলাম হল একটি ‘কালটিক’ ধর্ম। কারণ যারাই ইসলামে দীক্ষিত হয় তারাই তাদের নিজস্ব জাতি বা কালচার ত্যাগ করে বা ভুলে যায়। একজন বাঙ্গালি মুসলমান হবার পর সে আর বাঙ্গালী থাকে না, সে আরব কালচারকে গ্রহন করে এবং আরবকে তার নিজস্ব মাতৃভূমি মনে করে। এবং মনেপ্রাণে একজন আরব প্রেমিক হয়ে যায়। সে হয়ে যায় মুসলিম প্রথম এবং পরে বাঙ্গালী, পাকিস্তানী,ইন্দোনেসিয়ান ইত্যাদি। কারণ ইসলাম কোন সাধারন ধর্ম মাত্র নয়, ইসলাম হল ধর্মের খোলসে আরব ইম্পেরিয়ালিজম মাত্র।

তা’নাহলে, বাঙ্গালীদের সাদ্দামের জন্য কাঁদাকাটি করার পেছনে আমি কোন কারণ দেখতে পাচ্ছি না। একজন আরব যদি সাদ্দামের জন্য কাঁদে তা’নাহয় মানা যায় যে একজন আরব হিসেবেই সে সাদ্দামের জন্য কাঁদছে। কিন্তু একজন বাঙ্গালীর এত অন্তরের ব্যাথা তাও আবার সাদ্দামের জন্য একজন সুপার কুক্ষাত কসাইর জন্য? ঠিক একই রোগের কারনে বাঙ্গালীরা একাত্তুরের সবকিছু ভুলে গিয়ে পাকিস্তানিদের এবং বাঙ্গালী রাজাকারদেরকে আবার বুকে টেনে নিয়েছে। আজ মনে পড়ছে স্বাধীনতার মাত্র সাড়ে তিন বৎসর পরের সেই বেদনাদায়ক দৃশ্য। চুহাত্তুরে ঢাকা বিমান বন্দরে কুক্ষাত ভূটটুকে দেখার জন্য বাঙ্গালীদের প্রচন্ড ভীড় এবং ঢাকা ষ্টেডিয়ামে পাকিস্তান-ইন্ডিয়া ক্রিকেট ম্যাচে বাঙ্গালীদের পাকিস্তানী টিমকে সাপোর্ট করার দৃশ্য। এসবই হল ইসলামী ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার বর্হিপ্রকাশ। শত হলেও ওরা তো আমাদেরই জ্ঞাতি মুসলিম ভাই! তাই একজন মুসলিম অন্য একজন মুসলিম ভাইকে ক্ষমার চোখে দেখাটায় হল ইসলামের বিধান। অথচঃ একাত্তুরে ৫৭টি মুসলিম দেশের একটিও বাঙ্গালী-মুসলিমদেরকে সামান্যতম সহানুভুতিও জানায়নি যখন পাকিস্তানী কসাইরা তিন মিলিয়ন বাঙ্গালী মুসলিমদেরকে হত্যা করেছিল নির্বিবাদে এবং তিন লক্ষ মা-বোনদেরকে ধর্ষন করেছিল। না, কোন মুমিন-মুসলিমরা তাদের জন্য চোখের পানি ফেলে নাই।

কিছুদিন পূর্বে (*সাদ্দামের ধরা পরার কয়েক সপ্তাহ পুর্বে*) একটি ঘরোয়া gathering এ বেশ কিছু বাঙ্গালীর সঙ্গে আডডা দেওয়ার সুবাদে ইরাক নিয়ে আলাপের সুযোগ হয়। এই ঘরোয়া পার্টিতে প্রায় ৫০/৬০ জন বাঙ্গালি ছিল। আমি যোগদিয়েছিলাম কিছুটা দেরীতে। গিয়ে দেখি বেশ হৈচৈ হচ্ছে এবং প্রধান বিষয়টা হচ্ছে ইরাক যুদ্ব-সাদ্দাম-বুশকে নিয়ে। প্রায় সকলে (শুধু একজন ছাড়া) সাদ্দাম এবং ইরাকের লোকদের জন্য আহাঃজারি করছে এবং সকলের মুখেই প্রচন্ড বেদনার সুর। সবাই প্রেশিডেন্ট বুশের চৌদ্দপরুষকে জাহান্নামে পাঠাচ্ছে। আমেরিকা উচিৎ সাজা পাবে ইরাকে, আমেরিকা অনেক বেদম মার খাচ্ছে ইত্যাদি। প্রেসিডেন্ট বুশ খুব খারাপ কাজ করেছে, বুশ আগামী ইলেকসানে নির্ঘাৎ হেরে যাবে এবং ডেমোক্রেটরা ক্ষমতায় আসবে ইত্যাদি, ইত্যাদি। একজন খুব রাগান্বিত সুরে বলছে, ‘‘বুশ যে অন্যায় করেছে সেজন্য তার ফাসি হওয়া উচিৎ।’’ ১

আমি দেখলাম প্রায় ৯৯% বাঙ্গালি ইরাকের জন্য এবং সাদ্দামের জন্য অনেক কাঁদাকাটি করছে। বলাবাহুল্য, এসব বাঙ্গালি প্রায় সবাই আমেরিকান সিটিজেন এবং এই কাফেরের দেশে এসে সবারই গায়ে বেস চেঁকনাই হয়েছে। অর্থাৎ সবারই গাড়ি-বাড়ী ধন-দৌলত প্রচুর। আমি আর তাদের মুনাফেকি সহ্যকরতে না পেরে জিজ্ঞেস করে বসলাম, ‘‘আপানারা সবাই দেখি সাদ্দামের জন্য বা ইরাকের জন্য কেঁদে সারা হচ্ছেন। আমি কিন্তু সাদ্দামের জন্য একটুও দুঃখ করি না। আমি মনে করি প্রেশিডেন্ট বুশ ইরাকিদেরকে রক্ষা করেছে সাদ্দামকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে। সাদ্দাম একজন Monster and butcher এবং সাদ্দামের ক্ষমতা যাওয়ায় ইরাকিদের ভাল ছাড়া মন্দের কিছুই নেই।’’ তখন প্রায় সবাই আমার উপর ঝাপিয়ে পড়ল তাদের বিভিন্ন উদ্ভট যুক্তি নিয়ে। আমিও দমে যাবার পাত্র নই; আমি বিভিন্ন অকাট্য যুক্তির দ্বারা তাদেরকে প্রায় কোনঠাসা করার পর দেখলাম আরও দু’একজন আমার কথায় সাপোর্ট করছে।

তখন সুযোগ বুঝে আমি বলাম, আপনারা বুশকে ফাঁসি দিলে কি হবে, আমি কিন্তু আমার ভোটটা বুশকেই দেব। এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস আগামীতে বুশই আবার প্রেশিডেন্ট হবে। তখন দেখলাম

সবার মুখ একেবারে কালো হয়ে গেছে, কিন্তু প্রতিবাদ করতে পারছেনা। আমি আরও বললাম আমাকে একটা কারণ দেখান কেন ডেমোক্রাট ভোটে জিতবে আগামী ভোটে। তখন তাদের কেউ কোন legitimate যুক্তি দেখাতে না পারায় আমি পালটা প্রশ্ন ছুড়ে দিলাম। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, ''আচ্ছা বলুনত আপনারা সবাই কেন এই আমেরিকায় বসে সাদ্দামকে এত সাপোর্ট করছেন? আরবরা আপনাদেরকে কি দিবে?'' তখন সবাই কিছু বলতে না পেরে আমতা আমতা করছে এবং কেউ কেউ কিছু উদ্ভট মানবীক যুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করছে।

সেই সুযোগে একজন আমাকে পালটা প্রশ্ন করল, ''আপনি বলেন একজন মুসলিম হয়ে কেন আপনি আমেরিকাকে সাপোর্ট করছেন?'' তখন আমি জবাব দিলাম যে আমি একজন বাঙ্গালি-আমেরিকান, আমার ধর্মীয় পরিচয় আসবে তার অনেক পরে। প্রথমে আমি বাঙ্গালী তার পর আমি একজন আমেরিকান। আমি আমেরিকার পতাকা হাতে নিয়ে শপৎ নিয়েছি আমেরিকার প্রতি ১০০% অনুগত থাকব, আমেরিকার মঙ্গলে আমার জীবন দিতে প্রস্তুত থাকব, এবং তারপরই আমাকে এদেশ Citizenship দিয়েছে। আমি সর্বদা আমেরকার মঙ্গল কামনা করি। কারণ, এই আমেরিকা আমাকে সব কিছু দিয়েছে, আমার ছেলেমেয়ে তথা entire family এদেশের আলো-বাতাস-খাবার খেয়ে বেড়ে উঠছে, এমনকি বাংলাদেশে আমার আপনজনও এই আমেরিকার টাকায় জীবন চালাচ্ছে। আর আমি বুঝি কেঁদে মরব কোন একজন আরব কসাই রাজার জন্য? আরবরা আমাকে কি দিয়েছে? তবে হ্যাঁ, সাদ্দাম যদি একজন বাঙ্গালী হত তা'হলে হয়তো তার জন্য আমার কিছুটা সহানুভূতি থাকত। কিন্তু একজন আরবের অত্যচারী রাজার জন্য আমার কেন সহানুভূতি থাকবে? সাদ্দাম যদি একজন খৃষ্টান শাসক হত তা'হলে কি আপনারা তার জন্য এত আহাঃজারী করতেন? আমি হলফ করে বলতে পারি—আপনারা কেউ তা' করতেন না। তখন দেখলাম প্রায় সবাই চুপমেরে গেছে এবং রণে ভঙ্গ দিয়ে যারযার খাবার আনতে চলে গেছে। সাদ্দাম-ইরাকের বিষয় সেখানেই যবনিকাপাত হল।

ইরাক যুদ্বে যখন সাদ্দামের পতন হল তখন আমার এক বন্ধুর হিজাব-মার্কা স্ত্রী খুব দুঃখ এবং রাগের সঙ্গে আমাকে বলেছিল, ''আপনি আমারিকাকে সাপোর্ট করছেন এটা কিন্তু একজন মুসলমানের উচিৎ নয়। আমি প্রত্যেক বেলা নামাজের মোনাজাতে আল্লহর কাছে দোয়া করছি যেন আল্লাহ আমেরিকার উপর বড় গজব দেন।'' আমি তখন ওনাকে বলেছিলাম যে আমেরিকার মাথায় গজব পড়লে কিন্তু সেই গজবটি আপনার এবং আমার মাথায়ই সবার আগে পড়বে। আমেরিকার Economy খারাপ হলে আমার এবং আপনার স্বামীর চাকুরি চলে যাবে, তখন সেই আল্লাহর গজবটি পড়বে ঠিক আমাদের মাথায়। এবং ইরাকের অথবা আরবের উন্নতিতে আপনার ও আমার কিচ্ছুই লাভ হবে না। তারপর সে ভাবীটি আর টুশব্দটি পর্যন্ত করেননি।

অনেকে আবার তাদের খোড়াযুক্তি দেখায় যে সাদ্দাম হল সেকুলার আরব। তাকে কেন আমেরিকা ক্ষমতা থেকে সরাল? আমি বলছি—সাদ্দাম সেকুলার বা ইসলামিক কোনটাই নয়। সে হল সুযোগ-সন্ধানি এবং একজন প্রচন্ড ক্ষমতালোভী আরব। সাদ্দাম সেকুলার বাথিষ্ট পার্টির কাধে ভর করে ক্ষমতায় আরোহন করেছিল তা' ঠিক, কিন্তু সে সময় সময় ইসলামকে ব্যবহার ঠিকই করেছে। বিশ্বের প্রায় সব ইরাকি এম্বেসীর সামনেই কিছু ফটো প্রদর্শনী ছিল এবং আমি বেশ কয়েকটি এম্বেসীর সামনে (৮০ এর দশকে) সাদ্দামের নামাজে সেজদা ও হাত তুলে মোনাজাতের দৃশ্য দেখেছি। সাদ্দাম সৌদীদের ন্যায় ইসলামের জন্য ইরাকি টাকা খরচ করেছে, বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি বড় বড় মসজিদ (ঢাকার বনানীতে একটি) এবং মাদ্রাসা সাদ্দামের টাকায় হয়েছে। ঢাকার অনেকেই বলেন যে মাওলানা মান্নানের ইঙ্কেলাব নাকি সাদ্দামের দিনারে নির্মিত। ইঙ্কেলাব যদি কেউ পড়েন তা'হলে সেটা অতি সহজে বুঝা যায় যে কাদের টকায় সেই খবরের কাগজ স্থাপিত হয়েছে। ৯১' এর গালফ ওয়ারের পর সাদ্দাম পাক্কা মুসলিম বনে যায় এবং সে ইরাকী পতাকাতে কলেমা তৈয়বও যোগ করে, এবং তার দেশে বড় বড় মসজিদ বানিয়েছে। সে তার নিজের রক্তদিয়ে একটি কোরানও লিখেছে হাতে। এবং সে প্রত্যেক যুদ্ধের সময়ই ঘোষনা দিয়েছে সে কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার। কাজেই সাদ্দাম একজন সেকুলার আরব তা'

মোটেই ঠিক নয়। মেয়ে মানুষ নিয়ে ফুর্তিফার্তি করা আর মদ খাওয়াকে যদি সাকুলার হবার সংজ্ঞার মধ্যে ফেলেন তা'হলে সাদ্দাম একজন সেকুলার নেতা হলেও হতে পারেন! সাদ্দাম পালেস্টাইনীদের সুইসাঈড স্কোয়াডের প্রত্যেক পরিবারকে ২০ হাজার ডলার দিয়েছে। আজ সাদ্দামের পতনের পর পালেস্টানি সুইসাইড একেবারে কমে গিয়েছে।

আমি পুর্বেও বলেছি আসল রোগটা হল ইসলাম বা মুসলিম ইস্যু। সাদ্দাম একজন অমুসলিম রাজা, বা ইরাক যদি হত একটি আমুসলিম দেশ, তা'হলে এসব বাঙ্গালী আমেরিকানরা মোটেও মাথা ঘামাতনা; বা সারা মুসলিম বিশ্বে টু শব্দটিও হত না। সাধারন মুসলিম এসবের কোন খবরই রাখত না। বাঙ্গালি মুসলমানদের আর ও নমুনা দেখেছিলাম ইরাক যুদ্ধের সুরুতে যখন টেলিফোনে আলাপ হচ্ছিল ঢাকার কিছু বাঙ্গালি-মডারেট মুসলিমদের সঙ্গে। তারা সবাই বড্ড বেশি কষ্ট পেয়েছিল সাদ্দামের পতন আসন্ন দেখে। তারা সবাই আমাকে ধিক্কার দিচ্ছিল কেন মুসলিম হয়ে আমেরিকা কে সাপোর্ট করছি! তারা আরও যুক্তি দেখাচ্ছিল যে সাদ্দাম হল মুসলমানদের <u>একমাত্র আশা-ভরসা, এবং সাদ্দাম হল মুসলিমদের প্রাইড।</u> সাদ্দাম একজন বাপের বেটা যে নাকি একমাত্র মুসলমান সুপার পাওয়ার আমেরিকার সঙ্গে টক্কর দিয়েছে। সারা বিশ্বের মুসলমানরা সাদ্দামকে নিয়ে গর্বিত। তারা আর ও বলেছিল যে সাদ্দামের জয় অনিবার্য্য, কারণ আল্লাহ সাদ্দামের সঙ্গে আছে। আমি তখন চুপমেরে গিয়েছিলাম তাদের ইসলামি জৌস দেখে। সারা বিশ্বের মুসলমানের সাদ্দামের জন্য আহাঃজারি সুধু মুসলিম উম্মাবাজির রোগের বহিপ্রকাশ মাত্র।

অবশেষে কি ভাবে আমরা ইসলামী ভাইরাসে আক্রান্ত হলামঃ

মুসলিম উম্মাবাজের দ্বারা যারা আক্রান্ত তারা প্রথমেই আক্রান্ত হয়েছে ইসলামী ভাইরাসে। এই ভাইরাস ঢুকেছে অতি বাল্যকালে; অর্থাৎ ৭-১০ বৎসর বয়সে যখন তাদেরকে বাবা-মা অতি যত্নকরে পাঠিয়ে দেয় কোন একজন অর্দ্ধশিক্ষিত মোল্লার কাছে তাদের Brain-washing এর কাজটা সমাধা করার জন্য 'কায়দা' শিক্ষার্তে। এইসব অতি ধূর্ত মোল্লগন কচি কচি বাচ্চাদেরকে বেশ ভাল করে মগজ-ধোলাইয়ের কাজটা করে থাকে। ৭ থেকে ১০ বৎসর বয়সের বাচ্চাদেরকে শেখানো হয় যে এই পৃথিবীটা হল আল্লহর এবং আল্লাহর একমাত্র পেয়ারের বান্দারা হলো গিয়ে মুসলমান আর কেউ নয় মোটেই। সারা পৃথিবীর অন্যসব মানুষরা সবাই কাফের বা বিধর্মী বা খারাপ মানুষ। অর্থাৎ তাদের কে শেখানো হয় যে শুধু মুসলিমরাই কেবল ভাল মানুষ আর সব লোক সবাই খারাপ লোক। একজন অমুসলিম যত ভাল কাজই করুক সে একজন মুসলমানের চেয়ে অনেক খারাপ লোক। এটাই ইসলামের বড় (কু)শিক্ষা। এই আমেরিকাতে একবার এক পাকিস্তানীর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল। সে কথায় কথায় আমাকে স্মরণ করাতো যে সে মুসলমান তাই সে কোন মিথ্যা বলে নাই এবং আমাকে তা' বিশ্বাস করাতে ফোর্স করত। আমি একদিন তাকে জিজ্ঞেস করলাম, ''আচ্ছা বলুনত মুসলিম ছাড়া আর সবলোক কি কেবলই মিথ্যা বলে থাকে?'' সে তখন আমার এই প্রশ্নের কোন উত্তর দেয় নাই।

<u>উপসংহারঃ</u>

এপৃথিবীর চিরাচরিত নিয়ম হল খারাপ মানুষকে সবাই খারাপ বলে; এবং ভাল লোককে সবাই ভাললোক বলে। কিন্তু ইসলামী উম্মাবাজী রোগে আক্রান্ত মানুষের বেলায় এনিয়ম একেবারে মাঠে মারা যায়। কারণ এই উম্মাবাজী শিক্ষার প্রভাবে মানুষ ভাল-মন্দ বিচার করার শক্তি হারিয়ে ফেলে এবং ধর্মীয় আফিম খেয়ে বুঁদ হয়ে থাকে।

একমাত্র আল্লহ-তায়ালাই জানে এই উম্মাবাজী রোগের ঔষধ কি! যুগোস্লাভিয়ার মিলসলাভের মাথার উপর যখন নেটোর বেধড়ক বোমাবাজী হচ্ছিল তখন কিন্তু দেখিনি কোন খৃষ্টানকে

মিলস্লাভের জন্য আহাঃজারি করতে; অথবা দেখিনি কোন মুসলমানকে টু শব্দটি করতে। অন্যদিকে ইসলামী উম্মাবাজীর প্রভাবে একাত্তুরে পাক-ইসলামী পশুদের পুর্ব বাংলার মুসলিমদের উপর নির্মম অত্যাচারে দেখিনি একটি আরব অথবা অনারব মুসলিমের সামান্যতম সহানুভূতিটি দেখাতে। পৃথিবীর সকল মুসলমানগন পাকিস্তানকেই সাপোর্ট করে ছিল সেদিন। ৯০দশকে রোমানিয়ার স্বৈরাচারী প্রেসিডেন্ট চেচুচস্ককে যখন নিষ্ঠুরভাবে গুলি করে ফানা ফানা করা হয়েছিল তখনও দেখিনি বিশ্বের কোন মুসলিমকে দুঃখ জারি করতে। আজ যদি নর্থকোরিয়ার উপর আমেরিকান বোমা-বাজী সুরু হয়, বিশ্বের কোন মুসলিম টু শব্দটিও করবেনা এটাতো অতি জোর দিয়েই বলা যায়। আমি হলফ করে বলতে পারি–শুধু এই ইসলামি ভাইরাসের কামড়ের চোটেই বাঙ্গালিরা মাত্র ২/৩ বৎসরপরেই বেমালুম ভুলে গিয়েছিল পাকি-জানোয়ারদের অত্যাচারের কাহিনী। তাইত আজ বাঙ্গালীরা পাকি-জানোয়ারদের বিচাররে কথা মনেই আনছে না। শত হলেও পাকিরা তো আমদের মুসলিম ভাই, তাই পেছনের দুঃখ ভুলে যেতে হয়। এটাত ইসলামের মহান শিক্ষা, তাই না? আর এটাত একেবারে পরিষ্কার যে এই উম্মাবাজী ভাইরাসের গুনেই আজ সারা বিশ্বের মুসলিমগন সাদ্দামের সমস্ত অন্যায় এবং অত্যাচার তাদের ইসলামী চোখে দেখতে পাচ্ছেনা মোটেই। তাইত তারা সাদ্দামের জন্য কেঁদে একেবারে সারা হচ্ছে, কারণ শত হলেও সাদ্দাম যে একজন আল্লাহর বান্দা মুসলমান!

ইরাকের সামনে আজ দু'টি পথ। (এক) বুদ্ধিমান ইরাকি-জাতি তাদের উম্মাবাজী থেকে বের হয়ে এসে আমেরিকানদের সাহায্যে তাদের দেশে ডেমোক্রেসি স্থাপন করে মাত্র এক দশকের মধ্যে আরব ভূমিতে সবচেয়ে একটি আধুনিক উন্নত দেশে পরিনত হতে পারে, ঠিক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে জার্মানি-জাপান-কোরিয়া যেমনটি করেছিল। (দুই) ইসলামি উম্মাবাজীতে বুঁদ হয়ে থেকে আমেরিকান কাফেরদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করার জন্য গরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারে আল-কায়দা টেররিষ্টদের সাহায্যে এবং ইরাককে একটি যদ্ধবিদ্ধস্থ ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশে পরিণত করতে পারে। 'চয়েজ' বা মনোনয়ন ইরাকিদের। শুধু সময়ই বলে দিবে ইরাকিরা কোন পথে যাবে।